IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

রমানাথ রায়ের ছোটোগল্পে জাদু-বাস্তবতা

শাঁওলী মিশ্র

লেখক পরিচিতি : গবেষক, বাংলা বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ (স্বশাসিত), পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

সারসংক্ষেপ : জাদু-বাস্তবতা হলো সাহিত্যের অন্যতম একটি শৈলী। জাদু-বাস্তবতার প্রয়োগ প্রবলভাবে লক্ষ্য করা যায় লাতিন আমেরিকার সাহিত্যিকদের মধ্যে। সত্তর-আশির দশকের পর থেকে জাদু-বাস্তবতা আন্তর্জাতিক সাহিত্যে প্রবলভাবে প্রভাব ফেলে এবং পরবর্তীকালে তা বাংলা সাহিত্যেও দেখা যেতে শুরু করে। সাহিত্যিক রমানাথ রায়ের ছোটোগল্পে জাদু-বাস্তবতার প্রয়োগ খুব প্রকটভাবে লক্ষ্য করা যায়। রমানাথ রায়ের লেখা যেসব গল্পগুলিতে জাদু-বাস্তবতার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে অন্যতম হলো 'অমুকচন্দ্র অমুক', 'আংটি' ও 'ক্যাপসুল' ইত্যাদি। এই গল্পগুলিকে কেন্দ্র করে রমানাথ রায় তাঁর ছোটোগল্পের শৈলীতে যেমন জাদু-বাস্তবতার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তেমনি সমাজের অসঙ্গতি তীক্ষ্ণ ব্যাঙ্গাত্মক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে রমানাথ রায়ের গল্পে। রমানাথ রায় তাঁর গল্পে সমাজের গভীর সত্য ও সংকট তুলে ধরেছেন।

সূচক শব্দ: জাদু বাস্তবতা, লাতিন আমেরিকা, অলৌকিক, আংটি, রহস্যময়তা, শয়তান, ব্যঙ্গ, দেবদূত, অদৃশ্য

সাহিত্যে জাদু-বাস্তবতা হল এমন একটি বিষয় যার সাহায্যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রেক্ষাপটে অলৌকিক বা রহস্যজনক উপাদানগুলিকে উপস্থাপন করা হয়। যদিও পৌরাণিক সাহিত্যে অনেক প্রাচীন কাল থেকেই এই ধারণা ছিল। ইংরেজি 'ম্যাজিক রিয়ালিজম' শব্দ থেকে বাংলাতে 'জাদু-বাস্তবতা' শব্দটি এসেছে, এর বিকল্প হিসাবে কেউ কেউ 'ঐন্দ্রজালিক' বা 'কুহক বাস্তবতা' শব্দের প্রয়োগ করতে আগ্রহী। তবে 'জাদু বাস্তবতা' শব্দটিই বর্তমানে বহুল প্রচলিত। 'ম্যাজিক-রিয়ালিজম' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন জার্মান সমালোচক ফ্রানৎস রো। তারপর থেকে লাতিন আমেরিকার সাহিত্যিকদের মধ্যে জাদু-বাস্তবতার প্রয়োগ প্রবল ভাবে দেখা যায়। বলা যায়, সত্তর-আশির দশকের পর থেকে জাদু-বাস্তবতা আলাদা একটা রচনাশৈলী রূপে দেখা যায় আন্তর্জাতিক সাহিত্যে। সত্তর আশির দশকে বাংলা সাহিত্যের নবীন সাহিত্যিকরা বিশ্বসাহিত্যের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। তাই সেই সময় পাশ্চাত্য সাহিত্য পাঠ করে তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন প্রাচীন মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্যে জাদু বাস্তবতার ব্যবহার ছিল

যথেষ্ট। এ সম্পর্কে রমানাথ রায় তাঁর ম্যাজিক-রিয়ালিজম প্রবন্ধে বলেছেন, "আমাদের প্রাচ্য সাহিত্যে ইউরোপীয় রিয়্যালিজম কোনও দিনই প্রশ্রয় পায়নি। আমরা সবসময় বাস্তব ও কল্পনাকে মিশিয়ে সাহিত্য রচনা করেছি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা জানতেন বাস্তব যেমন মিথ্যে নয়, তেমনি মিথ্যে নয় কল্পনাও। এই বোধ থেকেই রচিত হয়েছে 'রামায়ন', 'মহাভারত', 'কথাসরিৎসাগর', ও 'আরব্য রজনী' এমনকী বাংলার মঙ্গল কাব্যেও বাস্তব ও কল্পনার জগৎকে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুয়ের মধ্যে কোনও সংঘর্ষ সেখানে নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ইউরোপের তথাকথিত বাস্তব সাহিত্যের অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা আমাদের প্রাচীনও সুবিশাল ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করেছি।"[১] পরবর্তীকালে জাদু-বাস্তবতা বাংলা সাহিত্যেও একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য রীতি হিসেবে নতুন করে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই রীতিতে বাস্তব জীবনের ঘটনাবলির সঙ্গে অলৌকিক বা অবাস্তব উপাদান এমনভাবে মিশে থাকে যে তা স্বাভাবিক বাস্তবতারই অংশ বলে মনে হয়। অর্থাৎ গল্পের জগৎ বাস্তব হলেও বা তার মধ্যে অতিপ্রাকৃত বা অস্বাভাবিক ঘটনা থাকলেও চরিত্ররা সেটিকে অস্বাভাবিক বলে মনে করে না। এই বাস্তবতা ও অলৌকিকতার স্বাভাবিক সহাবস্থানই জাদু-বাস্তবতার মূল বিষয়। এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা যায়-"ম্যাজিক-রিয়ালিজিমের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কল্পনা ও সত্যের সংমিশ্রন ছাড়াও রয়েছে আঁকাবাঁকা এবং গোলকধাঁধাময় কাহিনিক্রম: দক্ষ কাল পরিবর্তন; স্বপ্ন আর রূপকথার মিলিঝুলি ব্যবহার; অভিব্যক্তিবাদী, কখনো বা পরাবাস্তববাদী বর্ণনা; চমক, এমনকী অকস্মিক শক, বীভৎস আর ব্যাখ্যাতীতের উপস্থিতি।"[২] আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও জাদুবাস্তবতার প্রভাব দেখা যায়। ছোটোগল্পকার রমানাথ রায় জাদুবাস্তবতার রীতিতে কয়েকটি ছোটোগল্প রচনা করেন। এই ছোটোগল্পগুলোকে বিশ্লেষণ করলে তা আরোও পরিষ্কার হবে।

'এই দশক' পরবর্তী কালে রমানাথ রায় প্রথাগত পত্রিকাতে লেখালিখি শুরু করলে তিনিও নিজের গল্পকথনের কৌশল হিসাবে গ্রহণ করলেন জাদুবাস্তবতাকে। তাঁর বেশ কিছু গল্পে জাদুবাস্তবতার প্রভাব পড়ল। রমানাথ রায়ের লেখা সেরকমই একটি গল্প হল 'অমুকচন্দ্র অমুক'। গল্পটির মূল বিষয় পিতৃত্বের সামাজিক ধারণা ও বাস্তবতার সাথে তার সংঘাত। গল্পটি উত্তম পুরুষে লেখা। কথকের কোনো নাম উল্লেখ করা হয়নি। গল্পের নায়ক তার জন্মের পর থেকে কখনোই বাবাকে দেখেনি। সে শুধু মাত্র বাবার নামটির সাথে পরিচিত, তার সমস্ত সরকারি নথিপত্রে বাবার নাম রয়েছে। শুধুমাত্র সরকারি কাগজপত্রে নয়, সামাজিক পরিচয়ের ক্ষেত্রেও নামটি তার কাছে ভীষণ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আত্মীয় বন্ধুরা সকলেই তার বাবার নামটি জানে কিন্তু তাতে তারা সন্তুষ্ট নয়, তারা বিভিন্ন প্রশ্ন করে। কেউ কেউ আবার তার বাবাকে দেখার ইচ্ছেও প্রকাশ করে। নায়ক তার বাবার অনুপস্থিতি কারো সামনে প্রকাশ করে না, সমাজের সামনে বাবাকে জীবিত ও সফল মানুষ রূপে তুলে ধরে। যারা এই প্রশ্নগুলি করে তাদের প্রতি কথকের ভীষণ রাগ হয়। এভাবেই দিন কাটতে থাকে।

নায়কের পিয়ালি নামের একটি মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক আছে। তারা বিয়ে করতে চায়, এই কথা নায়ক তার মাকে জানায়, তাতে কোনো আপত্তি থাকে না। তারপরে সে কথা পিয়ালির বাবাকে জানালে তিনি বলেন, তাঁর তাতে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু তিনি কথকের বাবার সাথে কথা বলতে চান কারণ বাবা হলেন বাড়ির কর্তা। তখন নায়ক ভীষণ সংকটে পড়ে যায় এবং বিভিন্ন ভাবে মিথ্যে কথা বলে পরিস্থিতি আয়তে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু পিয়ালির বাবা তা মেনে নিতে নারাজ। তিনি কথকের বাবার সাথে দেখা করার

ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। মিথ্যের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা পিতা পুত্রের সামাজিক পরিচয় ভেঙে পড়তে থাকে।

শেষে নিরুপায় হয়ে কথক মিথ্যে কথা বলার সিদ্ধান্ত নেয়। পিয়ালির বাবাকে নায়ক জানায় তার বাবা হার্ট ফেল করে মারা গেছে। জার্মানি থেকে কাকা ফোন করে এই সংবাদ জানিয়েছে। এই সংবাদ শুনে পিয়ালির বাবা দুঃখ প্রকাশ করে বলেন নায়ক যেন ডেথ সার্টিফিকেট আনিয়ে নেয়। তাতে সে আবার নতুন করে সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে। পিয়ালির সাথে তার বিবাহের আশা একেবারেই শেষ হয়ে যায়। এই সময় একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে-

"জার্মানি থেকে হঠাৎ কাকার ফোন এল।

কাকা বললেন, তোর বাবা একটু আগে মারা গেছে। -কোথায়?

-আমার বাড়িতে।

-কি হয়েছিল?

-হার্ট ফেল করেছে।

-সৎকার কি ওখানেই হবে?

-হ্যাঁ।

-আপনি তা হলে একটা উপকার করবেন?

-কী?

-বাবার ডেথ সার্টিফিকেটটা পাঠিয়ে দেবেন?

অবশ্যই।"৩

জার্মানি থেকে তার কাকা ফোন করে বাবার হার্ট ফেল করে মৃত্যুর সংবাদ জানায়। আর একথাও জানায় যে সৎকার ওখানেই হবে। নায়ক তার কাকাকে অনুরোধ করে বাবার ডেথ সার্টিফিকেটটি পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। এইভাবে সব সমস্যার সমাধান হয়। গল্পে এক ধরনের কাকতালীয় বা অলৌকিক পরিনতি লক্ষ্য করা যায়।

গল্পটির রচনা শৈলীতে বাস্তবতার সাথে অলৌকিক বিষয় মিলে মিশে গেছে। কল্পনা ও বাস্তবের মেলবন্ধন জাদু-বাস্তবতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমস্যার সমাধান করতে না পেরে নায়ক তার বাবাকে সামাজিক ভাবে মেরে ফেলতে চায়। তাই সে কল্পনায় বাবার মৃত্যু ঘটায়। কিন্তু ঠিক পর মূহুর্তেই সে জানতে পারে তার বাবার মৃত্যু ঘটেছে। চরিত্রের অভ্যন্তরীণ অনুভূতির সাথে বাস্তব ঘটনা মিলে গেছে। গল্পটিতে নায়কের বাবার কোনো রহস্য জনক মৃত্যু ঘটেনি, নায়কের কল্পনা ও বাস্তব ঘটনার মধ্যে মিল গল্পটিকে রহস্যময় করে তুলেছে। অমুকচন্দ্র অমুক গল্পে ম্যাজিক-রিয়ালিজম এসেছে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ও প্রতাকী স্তরে।

রমানাথ রায়ের লেখা অপর একটি গল্প 'আংটি'। গল্পটির মূল বিষয় হল মানুষ সত্য জানতে চায় কিন্তু তা অনেক সময় সহ্য করতে পারে না। এই গল্পটি উত্তম পুরুষে লেখা।

গল্পের নায়ক একটি তামার আংটি পায় এক সাধুর কাছ থেকে। আংটির বিশেষত্ব হল সেটি কাউকে স্পর্শ করে কিছু প্রশ্ন করলে সে সব সময় সঠিক উত্তর দিতে বাধ্য হবে। পরে সে কি কি বলেছে তা আর তার মনে থাকবে না। তবুও নায়ক প্রথমে আংটির অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করতে ভয় পায়। কারণ হিসেবে সে বলে "সত্য কথা শুনতে আমি চাইনা। শুনতে ভয় করে। তবু মাঝে মাঝে আংটিটার দিকে তাকিয়ে মন উসখুস করে। ভাবি, দেখি না পরীক্ষা করে সাধুর কথা কতখানি সত্য! শেষে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না।"[৪] কৌতূহল বশত সে আংটির ক্ষমতা পরীক্ষা করতে শুরু করে। প্রথমে সে তার ছেলের ওপর আংটি পরীক্ষা করে জানতে পারে ছেলে তাকে ভালোবাসে না। বাচ্চাদের কথাকে গুরুত্ব দিয়ে দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই তা ভেবে কিছুটা সান্তনা লাভ করে। তারপর থেকে আংটির ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য সে অস্থির হয়ে ওঠে। তখন নায়ক তার স্ত্রীকে প্রশ্ন করে জানতে পারে স্ত্রী তাকে ভালোবাসে না। তারপর একে একে আংটি দ্বারা পরীক্ষা করে জানতে পারে তার খুব কাছের বন্ধু স্বপন তার প্রতি ঈর্ষান্বিত। অফিসের বড়সাহেব দুর্নীতিগ্রস্থ তাই তাকে প্রমোশন পেতে দেবে না। সবশেষে আংটির ক্ষমতা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে সে তার মায়ের কাছে যায়। সেখানেও সে জানতে পারে তার মাও তাকে ঘৃণা করে। এই সত্যগুলো জানতে পেরে নায়ক খুবই ভেঙে পড়ে। সাধুর ওপর তার খুব রাগ হয় এবং আংটি সে রাস্তায় ফেলে দেয়।

গল্পে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে অলৌকিকতা ও রহস্যময়তা যুক্ত হয়েছে। গল্পে স্পষ্ট ভাবে কোন অতিপ্রাকৃত ঘটনার বর্ণনা করেননি লেখক। কিন্তু ঘটনা প্রবাহের মধ্যে এমন কিছু মুহূর্ত আছে যা বাস্তবতার সীমাকে অতিক্রম করে যায়। গল্পটিতে সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। গল্পের চরিত্রগুলির সমস্ত অনভূতিগুলোই বাস্তবধর্মী। কিন্তু 'আংটি'কে কেন্দ্র করে তৈরী হয় এক রহস্যময় পরিবেশ। আংটির অলৌকিকতা পরীক্ষা করার মধ্য দিয়ে নায়কের মনে যে পরিবর্তন ঘটে তা যুক্তির বাইরে হলেও গল্পে তা স্বাভাবিক বলে মনে হয়। গল্পে দেখানো হয়েছে অংটিটির মধ্যে এক অদৃশ্য ক্ষমতা আছে। আংটির রহস্যময় তাৎপর্য, চরিত্রের মানসিক অবস্থা, বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রন এবং অলৌকিক বিষয়টিকে স্বাভাবিক ভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে গল্পে জাদু-বাস্তবতার সৃষ্টি হয়েছে। গল্পটি শুধু মাত্র বাস্তবধর্মী না থেকে এক গভীর রহস্যময় ও প্রতীকধর্মী হয়ে উঠেছে।

রমানাথ রায়ের লেখা অপর একটি ছোটোগল্প 'ক্যাপসুল', যেটি ব্যঙ্গ-রূপকধর্মী রচনা। গল্পটিতে লেখক একজন সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত শোক থেকে শুরু করে রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মব্যবস্থার নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। গল্পটির কেন্দ্রিয় চরিত্র বকু নামের এক যুবক, তার পিতার মৃত্যু ঘটে সামান্য জ্বর সর্দির কারণে। এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই গল্পে সমাজ ব্যবস্থার ভেতরের গভীর অসারতা, শোষণ ও ভণ্ডামির চিত্র উন্মোচিত হয়। বাবার মৃত্যুতে বন্ধু খুব ভেঙে পড়ে। সে রোজ ভগবানের উদ্দেশ্যে বলতে থাকে "ভগবান! তুমি একি করলে!"[৫] একদিন ভগবান সে কথা জানতে পারলেন এবং দেবদূতকে বকুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। দেবদূত এসে বকুকে জানাল তার বাবার মৃত্যুতে শয়তানের হাত আছে। তার বাবার অসুস্থতায় যে ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়েছিল তার মধ্যে বিষাক্ত পোকা ছিল। এটাই তার বাবার মৃত্যুর কারণ। এবং দেবদূত বন্ধুকে পরামর্শ দেয় শয়তান কে সে যেন খুঁজে বের করে শাস্তি দেয়। বকু ভীষন ভাবে চেষ্টা করে তার বাবার খুনিকে শাস্তি দিতে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয় না। 'ক্যাপসুল' গল্পটি রূপকথার ধর্মী গল্প,

এতে লেখকের ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি ও উপস্থাপনায় ম্যাজিক- রিয়ালিজমের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বকু দেবদূতের পরামর্শে শয়তানকে খুঁজে শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত নেয়, দেবদূত শুরুতেই তাকে জানায় সে তাকে বিশেষ কোন সাহায্য করতে পারবে না। তবুও বকু চেষ্টার ত্রুটি করে না। সে প্রথমে বাড়িওয়ালা, তার পরে ডাক্তার, ওষুধের দোকানদার, ডিলার প্রত্যেকের কাছে যায়, তারা প্রত্যেকে একে একে অন্যের ওপর দোষারোপ করে। শেষ পর্যন্ত সে ওষুধ কোম্পানীর ম্যানেজার ও মালিক প্রশান্ত ধরের কাছে পৌঁছে যায়। বন্ধু ক্যাপসুল বের করে দেখালে সে বলে-"বকু ক্যাপসুল বের করে খুলে দেখাল। ম্যানেজার তা দেখে হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, এটা পোকা নয়।

বকু এ কথায় ঘাবড়ে গেল। বলল, কি বলছেন আপনি? এটা পোকা নয়?

-না, এটা পোকা নয়।

-এটা তাহলে কি?

-ওষুধ।

-ওষুধ!

-হ্যাঁ, এটা ওষুধ।

–মোটেই না। এটা পোকা। আপনি দেখুন, ভাল করে দেখুন। দেখতে পাচ্ছেন?

-পাচ্ছি। ভাল করেই দেখতে পাচ্ছি। এটা পোকা নয়, এটা ওষুধ।

-কিসের ওষুধ?

-সমস্ত রোগ শোক দুঃখ ও যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার ওষুধ।"[৬]

অর্থাৎ মৃত্যু হল জাগতিক দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়। কিন্তু ক্যাপসুলটি খাওয়ার জন্য একজন মানুষের মৃত্যু ঘটেছে তা এখানে গৌন। ওষুধ কম্পানির লোক তা মানতে নারাজ। কোম্পানির মালিক প্রশান্ত ধর, যিনি সমাজে মহান ব্যক্তি, দাতা, উন্নয়নের নায়ক হিসাবে পরিচিত। অথচ তার কোম্পানির ওষুধ মানুষকে হত্যা করছে কিন্তু পুলিশ, মন্ত্রী সংবাদপত্র কেউ তার বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পায় না। প্রবল প্রতিবাদ করে বকু শাস্তি পেল, তার তিন বছর জেল হল। জেল থেকে ফিরে সে দেখলো প্রশান্ত ধরের প্রতিপত্তি আরও বেড়েছে, তা দেখে বকু ভাষন হতাশ হল। তার আর বেঁচে থাকার ইচ্ছে রইল না। বৃষ্টিতে ভিজে সে একদিন খুব জ্বরে পড়ল। ডাক্তারের কথা মতো সে সেই বিষাক্ত ক্যাপসুল খেয়ে নিলো। যখন তার মৃত্যু আসন্ন তখন সে আবার ভগবানকে স্মরণ করে বলল "ভগবান ! চললাম। আমার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। তুমি আমার জন্যে কিছুই করলে না। অথচ তোমাকে কত বিশ্বাস করেছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে দেবদূত দেখা দিয়ে বললেন, দুঃখ করবেন না। আপনি ধর্মের জন্য লড়াই করছেন। স্বর্গলাভ আপনার হবেই।

বকুর তখন কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। উত্তরে সে শুধু একটু হাসল।"[৭]

গল্পে প্রকাশ পেয়েছে সমাজের প্রতি ব্যঙ্গ। বকুর শেষ হাসিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সে বুঝতে পেরেছে তার সংগ্রাম ব্যর্থ হয়েছে, দেবদূত তাকে আশ্বাস দিলেও কিছুই শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। তাই সে আবার স্বর্গলাভের প্রত্যাশা পেয়ে হাসে। এই হাসি যেমন করুন তেমনই ব্যঙ্গাত্মক, এর মাধ্যমে লেখক বুঝিয়েছেন যে ধর্মের জয় বাস্তবে সম্ভব নয়, তা শুধু মাত্র মৃত্যুর পরের কল্পনায়।

গল্পে লেখক প্রতীকী ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বাস্তব সমাজ ব্যবস্থার একটি রূপ। গল্পের শুরুতে দেখা গেছে বকু ভগবান কে ডেকেছে ও দেবদূত এসে হাজির হয়েছে। দেবদূতের এই অলৌকিক ভাবে আগমন, আবার অদৃশ্য হয়ে যাওয়া হল জাদু-বাস্তবতার উপাদান। আবার দেখা যাচ্ছে ক্যাপসুলের ভেতরে পোকা, যদিও বাস্তবে এটি অসম্ভব তবু গল্পে তা বাস্তব সত্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। গল্পের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বকু ক্যাপসুটিকে বলছে বিষ কারণ সেটি খেয়ে তার বাবার মৃত্যু ঘটেছে আবার ওষুধ কোম্পানির লোকজন বলেছে এটি মুক্তি লাভের ওষুধ। অর্থাৎ একই বস্তু বাস্তব ও প্রতীক দুই রকম অর্থ বহন করেছে। গল্পের শেষে দেখা যায় বকু নিশ্চিন্ত মনে একটার পর একটা ক্যাপসুল খেয়ে চলে। মৃত্যুকে সে নিশ্চিত করতে চায়। দেবদূত তখন আবার আসে এবং তাকে স্বর্গলাভের আশ্বাস দিয়ে যায়। এখানে মৃত্যু, বিশ্বাস ও অলৌকিকতা একসাথে মিশে গেছে। একটি বাস্তব দুঃখ জনক পরিস্থিতির সাথে অলৌকিক সান্তনার মেলবন্ধন ঘটেছে। গল্পটিতে লেখক যেমন সামাজিক সত্যকে উন্মোচিত করেছেন তেমনি অলৌকিক বিশ্বাস গুলিকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন । তিনি তাঁর ক্যাপসুল গল্পটিতে এমন একটি জগৎ নির্মাণ করেছেন যেখানে কল্পনা ও বাস্তব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। জাদু বাস্তবতা রীতির এই গল্পটিতে লেখক সমাজ ধর্ম ও ক্ষমতা ব্যবস্থার ভন্ডামিকে তীব্র ব্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

রমানাথ রায়ের গল্পগুলি যেমন জাদু-বাস্তবতার আশ্রয়ে রচিত হয়েছে তেমনি গল্পগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে তির্যক ব্যঙ্গ। জাদু-বাস্তবতা রমানাথ রায়ের গল্পগুলিকে রহস্যময় ও প্রতীকী করে তুলেছে। গল্পে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক শক্তি সমাজের গভীর অসঙ্গতি ও মানুষের মানসিকতার অন্ধকার দিকটিকে তুলে ধরেছে। তাই রমানাথ রায়ের লেখা ছোটোগল্পগুলি যেমন সাহিত্যিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সমাজের অন্তর্নিহিত সত্য উন্মোচনের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

তথ্যসূত্র:

১. রমানাথ রায়, প্রবন্ধসমগ্র, (কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬), বাণীশিল্প পৃ. ৭৪

২. সুধীর চক্রবর্তী, বুদ্ধিজীবীর নোটবই, (কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৪),পুস্তক বিপনি,পৃ.৩৮২ (প্রবন্ধ- সৌগত মুখোপাধ্যায়)

৩. রমানাথ রায়, গল্পসমগ্র (তৃতীয় খণ্ড), (কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১) বাণীশিল্প পৃ. ১১৫

৪. তদেব । পৃ.৩১০

৫. রমানাথ রায়, গল্পসমগ্র (প্রথম খন্ড), (কলকাতা, এপ্রিল ২০১৫) বাণীশিল্প, পৃ. ৩০৪

৬. তদেব। পৃ. ৩১১-৩১২

৭. তদেব । পৃ.৩১৮